দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 22 NOV 1998
পৃষ্ঠা ২৫ কলাম ৩

ডিগ্রী বাংলা পরীক্ষার দিনে ৮৭৬ জন বহিষ্কৃত

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ডিগ্রী পাস পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে গতকাল শনিবার বাংলা ও সচিব বিদ্যা পরীক্ষায় বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে আরও ৮৭৬ জন পরীক্ষার্থীকে অসদুপায় অবলম্বনের জন্য বহিষ্কার করা হইয়াছে। ইহাছাড়া কয়েকটি কেন্দ্রে বহিষ্কৃত ছাত্ররা তাহাদের সঙ্গীদের লইয়া হাঙ্গামার সৃষ্টি করে।

আমাদের সংবাদদাতাগণ জানান, গতকাল শনিবার অসদুপায় অবলম্বনের জন্য লক্ষ্মীপুরে ৩টি কেন্দ্র হইতে ৯ জন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ১০টি কেন্দ্র হইতে ৪২ জন, চুয়াডাঙ্গায় ১১ জন, নরসিংদীর ৬টি কেন্দ্র হইতে ১৭ জন, বরগুনায় ২ জন, কুমিল্লার ১৩টি কেন্দ্র হইতে ৭৫ জন, নেত্রকোনায় ৭টি কেন্দ্র হইতে ৮২ জন, লালমনিরহাটের ৩টি কেন্দ্র হইতে ৪ জন, চাঁপাইনবাবগঞ্জের ৮টি কেন্দ্র হইতে ৪৪ জন, দাউদকান্দির ৩টি কেন্দ্র হইতে ৯ জন, জামালপুর জেলার ৭টি কেন্দ্র হইতে ১২৩ জন, নীলফামারী

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ডিগ্রী পরীক্ষা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

জেলায় ৬টি কেন্দ্র হইতে ৪২ জন, মাদারীপুরের ৩টি কেন্দ্র হইতে ১০ জন, ভেড়ামারায় ১৯১ জন এবং কুষ্টিয়ার অন্য ৪টি কেন্দ্র হইতে ৪ জন, রাজশাহীর ১৩টি কেন্দ্র হইতে ১৮৩ জন, নোয়াখালীর ৫টি কেন্দ্র হইতে ২৮ জন বহিষ্কৃত হইয়াছে।

নরসিংদী ॥ রায়পুর কলেজ কেন্দে নকল করার সুযোগ না দেওয়ায় পরীক্ষা শেষে কতিপয় পরীক্ষার্থী ও বহিরাগত যুবক টিচার্স হোষ্টেলে গিয়া পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক অধ্যাপক শহীদুল্লা এবং সমাজকল্যাণ বিভাগের শিক্ষক বেনজির আহমদের কক্ষ ভাংচুর করে।

ভেড়ামারা ॥ পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর বহিষ্কৃত ছাত্র-ছাত্রী ও বহিরাগতরা কলেজ চত্বরে অবস্থানরত, ৩টা সরকারী গাড়ী ভাংচুর এবং পুলিশের উপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে এবং টিএনও অফিস ভাংচুর করে। ১৭ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠি চার্জ করার পর পুলিশ পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে। ১০ জন আহত হয়। পুলিশের সহায়তায় পরিদর্শকদের কুষ্টিয়া পাঠানো হইয়াছে। টিএনও অফিস ডিগ্রী কলেজে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছে।

রংপুর ॥ গতকাল হারাগাছ কেন্দে পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ের ২ ঘন্টা পর শুরু হয়। শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত এনডিসি সফিকুল ইসলাম জানান, রংপুর ট্রেজারী হইতে ঐ কলেজের শিক্ষকরা প্রশ্ন সময়মত না নেওয়ার কারণে এই বিলম্ব হয়। বিলম্বে পরীক্ষা শুরু হওয়ায় হারাগাছ পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্যাপক অরাজকতা ও ছাত্রী-ছাত্রীদের মাঝে প্রচন্ড হৈচৈ শুরু হয়। এই সুযোগে বাংলা সাধারণ পত্রে ব্যাপক গণ টোকাটুকি হয়।

জামালপুর ॥ গত বৃহস্পতিবারে ইংরেজী পরীক্ষার পর নকলে ব্যর্থ পরীক্ষার্থীদের দ্বারা কলেজ ও অধ্যক্ষের বাসভবন ভাংচুরের ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার সরকারী আশেক মাহমুদ কলেজ কেন্দ্রে অধ্যাপকমন্ডলী ও অফিস সহকারীরা কালো ব্যাজ ধারণ করিয়া দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। সদর থানার নান্দিনা কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা সমাপ্তির পূর্ব মুহূর্তে উক্ত কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি মনিরুজ্জামান মনির পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকিয়া বাহির হইতে লিখিয়া আনা একটি উত্তরপত্র (খাতা) জনৈক পরীক্ষার্থীকে দেওয়ার চেষ্টাকালে ধরা পড়িয়া যায়। উপস্থিত ম্যাজিষ্ট্রেট খাতাটি নিয়া ভিপিকে অধ্যক্ষের কক্ষে আটক করেন। পরীক্ষা শেষের ঘন্টা বাজিলে চতুর্দিক হইতে ছাত্র-অছাত্র যুবকেরা কলেজে ঢুকিয়া উপস্থিত থানা নির্বাহী অফিসার, ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ অফিসারদের সম্মুখে অধ্যক্ষের অফিসসহ বিভিন্ন কক্ষে ব্যাপক ভাংচুর করে। এই সংবাদে জামালপুর হইতে অতিরিক্ত ফোর্সসহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সেখানে যান। পরে এলাকার গণ্যমান্য লোকের অনুরোধে টিএনও'র মধ্যস্থতায় আটককৃত ভিপি ও ভাংচুরকারীদের মাফ চাওয়ার মধ্য দিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

বরগুনা (দক্ষিণ) ॥ বৃহস্পতিবার বেতাগী ডিগ্রী কলেজ কেন্দ্রে ভাংচুর, হামলার কারণে গতকাল পরীক্ষায় পুলিশ প্রহরা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার পরিদর্শনে থাকেন। বেতাগী ডিগ্রী কলেজে বৃহস্পতিবার ঘটনায় ১৪ জনকে আসামী করিয়া থানায় মামলা করা হইয়াছে। থানা সূত্রে জানা যায়; যাহারা ভাংচুর ও হামলা করিয়াছে সেই সকল পরীক্ষার্থী গতকাল পরীক্ষা দিতে আসে নাই।

রাজশাহী ॥ গতকাল পরীক্ষা শেষ হইবার পর প্রেমতলী কলেজ কেন্দ্রের গেটে ম্যাজিষ্ট্রেটের গাড়ী লক্ষ্য করিয়া কিছু বহিরাগত ইটপাটকেল নিক্ষেপ করিলে কাঁচ ভাংচুর হয়। বহিরাগতরা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তখন অধ্যক্ষের কক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন। অভিযোগ করা হইয়াছে, সম্পূর্ণ ঘটনায় পুলিশ নীরব ভূমিকা পালন করিয়াছে। ভাংচুরের ব্যাপারে মামলা দায়ের হইয়াছে।